8th International Children's Film Festival, Bangladesh
JANUARY 24-30, 2015

আমাদের উৎসব

৮ম আর্ন্তজাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ । ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন । Future in Frames

বুধবার । ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫ । ৪ পাতা । মূল্য ৫ টাকা । সংখ্যা ০৫

"সব শিক্ষা আলোকিত মানুষ তৈরী করে না"

সাল ১৯৯২ । স্থান কানাডা । কোন এক রবিবার কানাডিয়ানদের আমন্ত্রণে সেখানে একটি চার্চে যান তিনি । চার্চে ঢুকেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন কয়েকজন ছেলেমেয়ে 'We Love Bangladesh' টি-শার্ট পরে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য । এই ছেলেমেয়েগুলো হচ্ছে সেই ছেলেমেয়ে যারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় কানাডিয়ানদের আশ্রিত (দত্তক) হিসেবে ছিল । সেমিনারে এসে এভাবেই স্মৃতিচারণ করেন প্রধান অতিথি রাশেদা কে. চৌধুরী । সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন কানাডিয়ান হাই কমিশনার ড্যানিয়েল লুৎফী এবং উৎসবে আগত শিশু ও তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা । সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উৎসবের কো-অর্ডিনেটর সাদিয়া তাবাস্সুম প্রীতি ।

বেলা ১১টায় শুরু হওয়া 'Child, Early and Forced Marriage' নিয়ে জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারটিতে শিশু ও তরুণ নির্মাতা এবং আগত অতিথিদের মধ্যে মত বিনিময় হয় । এতে উঠে আসে বাংলাদেশের নানা সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি । সেমিনার চলাকালীন সময়ে রাশেদা কে. চৌধুরী আমাদের সমাজের বাল্যবিবাহ ও তার পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেন । তিনি বলেন, "যেকোন ছেলেমেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে আইন বিরোধী । বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েদের শৈশব বলে কিছু থাকে না ।" এ সময় শিশু ও তরুণ নির্মাতারাও এ প্রসঙ্গে তাদের মতামত তুলে ধরেন । তরুণ নির্মাতা জাভেদ বলেন, "গ্রামের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় । মা-বাবার বয়স হবার কারণে মেয়েদের দায়িত্ব নেওয়ার কেউ থাকে না ।" প্রধান অতিথি আরও বলেন, "বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ রোধে আইন, অঙ্গীকার ও নীতি আছে । কিন্তু বাস্তায়ন নেই ।" তিনি শিশু ও তরুণ নির্মাতাদের আহ্বান জানান, যেন তারা তাদের নির্মিত ছবির মাধ্যমে সমাজের এই সমস্যাগুলো তুলে ধরে ।" চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "তোমাদের কাজগুলো কথা বলে । খুব সহজে মানুষ বুঝতে পারে । বর্তমানে তোমাদের মাধ্যমকে ব্যবহার করা আমাদের জন্য অনেক আশাব্যঞ্জক ।" সেমিনারের এক পর্যায়ে আমাদের দেশে সন্তান ও অভিভাবকদের সম্পর্কে তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা রায়হান আহম্মেদ বলেন, "বাবা-মার সাথে সন্তানের দূরত্বটা অনেক বেশি । এটা নিয়ে কাজ করা উচিত ।" তিনি মনে করেন এই বিষয়টাই সামাজিক সমস্যাগুলোর মূল কারণ । এই সমস্যা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা । এমনটাই মনে করেন সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং শিশু-তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা । রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, "বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার চাহিদা অনেক বেড়েছে ।" শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ ও পরিস্থিতি, সমাজের সমস্যাগুলো দূর করতে পারে । যার জন্য আমাদের আত্মতুষ্টি নয়, আত্মবিশ্বাসের জায়গা থেকে কাজ করতে হবে ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

* UNFPA global study এর পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৬৭ মিলিয়ন মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হচ্ছে ।
* বাংলাদেশের আইন জানা সত্ত্বেও ৪৫% মেয়ের বাল্যবিবাহ হচ্ছে ।
* শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে ৮৬% মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয় না ।
* আর্থিক সংগতি কম বা যারা অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত নয় এমন মেয়েদের মধ্যে ৭০% কম বয়সে বিয়ে হয় ।
* শহরের ৫৪% মেয়েদের বাল্যবিবাহ হয় ।

- মাহমুদ সৌরভ, রাজকন্যা রাজ্জাক

এবং গ্রাফিক...

- হাতটা ফেলে দাও!
- ভাই আপনি সিওর তো?
- হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখো না ফ্রেমে আঁটতেছে না!
- আচ্ছা, আচ্ছা, দিচ্ছি।

উপরোক্ত কথোপকথন পড়ে আঁৎকে ওঠার কিছু নেই। এগুলো গ্রাফিক টিমের সদস্যদের বলা অতীব মধুর শব্দ। একটু কিছু হলেই তারা খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে সমস্ত কিছু। মনের মত না হলে নিজের মত করে গড়ে নেয়। হরহামেশাই তারা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারে। কারও কাছে মজার, আবার কারও কাছে পরিশ্রমের এই কাজটি করছে কিছু সমবয়সী কিশোর-কিশোরীর দল। ফারিহা, মুমতাহিনা, প্রিতম, রাইসা, শ্বাশত সিয়াম, মীম, ইকরামদের নিয়ে গড়া টিমের আশেপাশে তাদের দলনেতা আমিনুল ইসলামকে একটু ক্ষ্যাপাটেই মনে হয়। এবারই প্রথম উৎসবের সাথে যুক্ত হওয়া দলটি আনন্দের সাথেই তাদের কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে। উৎসবের কাজ করার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তারা জানায়, "উৎসবের সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের একটা রুমে বসেই কাজ করতে হচ্ছে। এতে একটু খারাপ লাগলেও যখন সবাই কাজ দেখে খুশি হয়, প্রশংসা করে, তখন খুব ভালো লাগে। চোখের পলকে চ্যালেঞ্জিং বিষয়কে কাবু করে ফেলাটা তাদের কাছে যেন ছেলেখেলা। তারপরেও তাদের কাছে বুলেটিনের ডিজাইন করাটা একটু কঠিন হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বাসা-বাড়ি ভুলে রাত জেগে কাজ করাটাও তাদের জন্য নতুন। দূর্ঘটনার শিকার হয়েও গ্রাফিক টিমের দূরন্ত সদস্য প্রিতম দূর্দান্ত কাজ করে যাচ্ছে। রকেট গতিতে কাজ করে যাওয়া টিমটিও মাঝে মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে। কপি-পেস্ট করতে করতে হাত ব্যাথা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কাজ চালিয়েছে তারা। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে তাদের ডাটাবেসে জমা পড়া মজার ঘটনার সংখ্যাও অনেক। সেই সাথে জমা পড়েছে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু স্মৃতি। সকল সমস্যাকে ফটোশপে ক্রোপ করে এক কোটি এমবিপিএস গতিতে একের পর এক বাঁধা পেরিয়ে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে তারা...

- মাহমুদ সৌরভ,
সামিয়া শারমিন বিভা

(বাঁ থেকে) মীম, মুমতাহিনা, ফারিহা, প্রিতম, রাইসা, সিয়াম ও একরাম

আসেন "পপকর্ন" খাই!

"বড়ই কষ্টে আছি! বড়ই কষ্টে! নিজেরা পপকর্ন বিক্রি করছি অথচ খেতে পারছি না।" কথা হচ্ছিল উৎসবের পপকর্ন ও পেপসি বিক্রেতা দলের সৎ বিক্রেতা তাকির সাথে।

উৎসব প্রাঙ্গনের এক কোণে নড়বড়ে এক টেবিলে ঠোঙা ভর্তি পপকর্ন আর গ্লাসভর্তি পেপসি সাজিয়ে বসেছে এরা কয়েকজন। তবে তাদের দাবী যে প্রচুর পপকর্ন আর পেপসি বিক্রির বিপুল টাকার ওজনই টেবিল নড়বড়ে হওয়ার মূল কারণ। এদিকে বিক্রেতাদের পপকর্ন বা পেপসি খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতা অর্চি একটু পরপরই পপকর্ন মুখে পুরছিল। কারণে সে জানায়, "টেস্ট'টা ঠিক আছে কিনা তা দেখতেই আমাকে পপকর্ন খেতে হয়।"

এছাড়াও প্রিতু, মাশরাবা, পাভেল ও রায়াকে নিয়ে দলনেতা আশিরের তৈরী "সিএফএস পপকর্ন ইন্ড্রাস্ট্রি" সম্পর্কে আশির বলে, "আমার বিশ্বাস এদলের সবাই সারাবিশ্বে পপকর্নের ব্যবসা করে একদিন সফল হতে পারবে।"

-সামিয়া শারমিন বিভা

"সময়" নাই!

সময়।

যার বিন্দুমাত্র সময় নেই বুলেটিন টিমকে সাক্ষাৎকার দেবার জন্য। অনেক চড়াই উতরাই পাড়ি দিয়ে বহু কষ্টে কিছু সময়ের জন্যে তার সান্নিধ্য পাওয়া গিয়েছিল। আলোচনার শুরুতেই 'সময়' অডিটরিয়ামের ভলান্টিয়ারদের প্রতি তার মনের সমস্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে। কেননা তারা সময়কে একা ফেলে রেখে বাইরে চলে গিয়েছিল। পরবর্তী আধাঘণ্টা সে একাই পুরো অডিটরিয়াম সামলিয়েছে। আগামী উৎসব সম্পর্কে সে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, "আরও উন্নতি করতে হবে, আরও উন্নতি করতে হবে।"

সাক্ষাৎকারের প্রশ্নের সংখ্যা অর্ধেক না যেতেই সময় কাজের কথা বলে পালিয়ে গেল...

এত ব্যস্ততার মধ্যে "আমাদের উৎসব" এর জন্য একান্ত সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য সময়কে ধন্যবাদ।

- মাহমুদ সৌরভ

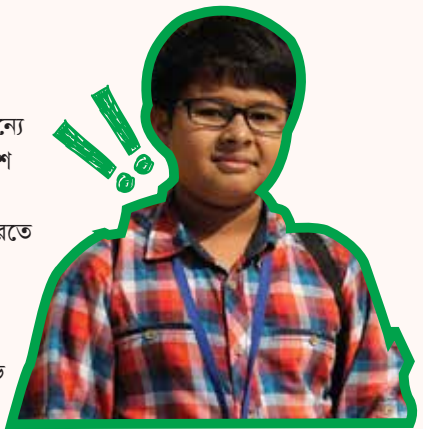

যত 'দুই বোন'

৮ম আর্ন্তজাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে ভলান্টিয়ারদের মধ্যে বন্ধুত্বের সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কিন্তু রক্তের সম্পর্কও থাকতে পারে। উৎসবে ভলান্টিয়ারদের মধ্যে এমন অনেককেই খুঁজে পাওয়া যায়, যারা সম্পর্কে বোন। বিভা-ইভা, দ্যুতি-দ্রাহা, প্রিতু-প্রাপ্তি এবং টুসি-তাসনীম এমনই কয়েকজন। বিভা জানান, "দুই বোন একসাথে সিএফএস এ কাজ করতে পেরে খুবই আনন্দিত। উৎসবে দুইজনের দায়িত্ব দুই ভেন্যুতে থাকলেও উৎসব শেষে একসাথে বাড়ি ফেরার অনুভূতি অসাধারণ।" প্রিতুর মতে দুই বোন একসাথে কাজ করায় একে-অপরের দিকে খেয়াল রাখা যায় এবং যাতায়াতেও কোন সমস্যা হয় না। দ্রাহা বলে, "আপুর সাথে উৎসবে খুব মজা করি।"

- রাজকন্যা রাজ্জাক

আব্রাহাম 'লিংকন' হতে পারেন নি

আমাদের মাঝে আমরা পেয়েছি লিংকন সাহেবকে। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে না পারলেও পঞ্চম উৎসব থেকে সিএফএস এর দাপ্তরিক কাজে নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে আছেন। উৎসব সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগত অভিমতে বলেন, "ছোটদের মিলনমেলায় আসলে আমি আমার ছেলেবেলায় ফিরে যাই। ওদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। সেটাই আমাকে সবচাইতে বেশি অনুপ্রাণিত করে।"

- আশিক ইব্রাহীম

"ফাঁকিবাজ মানুষ"

৮ম আর্ন্তজাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে এসে যদি কাউকে লাটিমের মতো অস্বাভাবিক স্পিডে ঘুরতে দেখেন তবে প্লিজ ভড়কে যাবেন না! কারণ তিনি ডকুমেন্টশনের দায়িত্বে থাকা বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা মাসুদুল হক। চলচ্চিত্রকার হয়ে উৎসবে ডকুমেন্টশনের দায়িত্ব পেলেও তাকে বেশির ভাগ সময় ছবি তুলতেই অস্থির দেখা যায়। সকলেই তাকে ছবি তোলার জন্য ডাকাডাকি করে হয়রান। এমনকি গলায় ডিএসএলআর থাকলেও প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে সেলফিও তুলতে দেখা গেছে।

এইবারের উৎসবের লোগো ফিল্মের নির্মাতাও কিন্তু তিনি। দুপুরে তাকে অলস ভাবে ঝিমুতে দেখে যখন তাকে তার বর্তমান কাজকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি হাসিমুখ করে জানালেন, "আমি তো অসম্ভব ব্যস্ত মাঝে মাঝে দম ফেলতেও ভুলে যাই। কাজের চাপে বাথরুমে যাবারও সময় থাকে না। এমনকি অতি প্রেসারে নিজের কাজকর্মও ভুলে যাই!"

তার সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে লক্ষ্য করা গেল তিনি এতই ব্যস্ততায় কেউ ছবি তুলতে চাইলেও তার সময় হয় না, আবার নিজের ছবি কাউকে দিয়ে তোলাতেও পারেন না! কি ব্যস্ত অথচ তার সম্পর্কে উৎসবের অন্যান্য ভলান্টিয়ারদের কাছে কিছু জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, "মাসুদ! সে তো ফাঁকিবাজ!"

-জামসেদুর রহমান সজীব

"একে ধরিয়ে দিন"

ছবির মানুষটিকে ধরিয়ে দিন। তাঁকে ছাড়া হয়ত অনেক কিছুই চলে কিন্তু আর্ন্তজাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব একেবারেই অচল। উনি অন্য কেউ নন, আমাদের সবার প্রিয় সনি ভাই। সনি ভাইয়ের সাথে কথার বলার জন্য আমাদের তাকে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করতে হল। সবার মুখে একই প্রশ্ন, "সনি ভাইয়া কোথায়?" "সনি ভাইকে দেখেছ?" এই প্রশ্নটি শুনতে কেমন লাগে এমন প্রশ্নের জবাবে সনি ভাইয়া বলেন, "অনেক ভালো লাগে, আসলে আমাকে এখন কেউ প্রশ্ন না করলে ভালো লাগে না। কাজ করতে গিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সনি ভাই, পানি কিভাবে ঢালবো? সনি ভাই, খাবার কোথায়? সনি ভাই, আমার আইডি কার্ড? এমন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকতে হয় সব সময়।"

উৎসবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তসব কাজে তাঁর সমান অবদান। সনি ভাইয়া সম্পর্কে উৎসবের ভলান্টিয়ারদের জিজ্ঞেস করলে সবাই একবাক্যে জানায়, "সনি ভাইয়াকে ছাড়া উৎসব একেবারেই অসম্ভব।"

- সাদীয়া ইসলাম রোজা

THE POPCORN DIARIES

STAND FOR EACH OTHER!

A new platform has now been made for young filmmakers at CFS: social films. The subject for this year is Child, Early and Forced marriage. In this regard, a Seminar had been held at the Sufia Kamal Auditorium of the National museum on 27th January 2015 at 11:00am where Rasheda K Choudhury, former advisor of CAMPE was present as the chief guest in the company of Daniel Loutfi, head of programs at the Canadian High Commission, accompanied by the festival director, coordinators and programmer with the delegates. In Mr. Loutfi's words, 'Along with many other complications, one of the main issues with Child Marriage is that the victim's education comes to an abrupt end when she is forced into marriage. This is an obviously major hindrance to the education of our society. This issue definitely requires major attention. At the end of the day all we have to do is stand for each other.' Media is one of the most powerful and emotional mediums of communicating with people. Mrs. Rasheda K Choudhury added that small steps such as ensuring birth and marriage registration can bring massive changes to the current situation. There also followed heated discussions on the negative portrayal of women in advertisements and television, and the possible solutions to these issues currently faced worldwide. The seminar came to an end within roughly 2 hours, followed by lunch for all delegates, guests and volunteers involved. The program was also covered by the leading news channel ATN Bangla.

-Syeda Ashfah Toaha Duti

DAILY 69 DOSE OF WISDOM

Dr. Yasmeen Haque, Member, Festival Advisory Committee

"Bullying inside the family is absolutely and certainly discouraged. This is a male dominant society and usually you will find that the men in the family are dominating their sisters and the mother, not only by the husband but sometimes their extended families. I think education is the only way through which this will slowly diminish."

Behind the Silver Screen

'I've been working here for 6-7 years, so I've had the chance to attend most of the festivals. What sets this festival aside from other events in this premises is that this is for children, so it has a jolly mood to it,' says Touqir Islam, a staff member of Public Library.
Raidah Morshed

MOVIE REVIEW: Tuck Me In

All a child wants is 'love'. Love is the sacred thing that makes a child feel important to his/her parents. Due to work and daily life, parents can't give their children the love and attention kids desire. Every night, before bed, Young Alex asks his father to tuck him in. Alex gets tucked in. But that's not the only thing he asks for!
-Syeda Ashfah Toaha Duti

Editor: Abu Sayeed Nishan
Co-editor: Aadeeba Kaareen, Ashik Ibrahim, Auroni Semonti Khan
Co ordinator: Zamsedur Rahman Sajib
Senior Reporter: Mahmud Shourov
Reporter: Samia Sharmin Biva, Sadia Islam Roza, Razkanna Razzaque Poushi, Syeda Ashfah Toaha Duti, Raidah Morshed
Designer: Khan Mohammad Sashoto Seeam, Mehnaz Mumtahina

Photographers:
Zamil Rahman
Mithila G. Mumu
Achuyat Saha Joy
Autoshi Imdad
Ahornish Ahona
Jannatul Ferdous Mou

Organized by
Supported by
Associated Partners
Online Marketing Partner